শারিয়া : আল্লার আইন?-১

ভুমিকা।

আজ নববর্ষ। আমাদের বত্রিশ মুক্তিসনের, অর্থাৎ ইংরেজী দু'হাজার তিন সালের শেষ সুর্যাস্তে রাঙা রক্তিম গোধুলীর আবসান হয়েছে ক'ঘন্টা আগে, শুরু হয়েছে নুতন একটা বছর। এবার আমরা আসব সমস্যার কেন্দ্রে, অর্থাৎ শারিয়ায়। শারিয়া আর জামাত একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। সবারই সময়ের দাম আছে বলে এ নিবন্ধ সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করব কিন্তু কাজটা বেজায় কঠিন কারণ দলিল-পত্রে শারিয়ার বারো হাত কাঁকুরের তেরো দুগুনে ছাব্বিশ হাত লম্বা বিশাল বিচি করা আছে। আইন-কানুন তো বিভিন্ন সামাজিক অসুখের ওষুধই, তাই না? শারিয়া যেভাবে বানানো হয়েছে সেটা যেন এক মহা-ওষুধ বানানোর গবেষণার দশ হাজার পৃষ্ঠার প্রকান্ড ফাইল, যে ওষুধ আসলে রোগ তো সারায়ই না বরং সেটা খেলে রোগী পটল তোলে নির্ঘাৎ ।

এমন ওষুধকে কি করে মানুষ?

শক্তিমানের সদম্ভ হুংকারে আর নিপীড়িতের হাহাকারে ভরপুর এখন ঘোর কলিকালের পৃথিবী। মানুষের ইতিহাসে অনেক চরম মিথ্যা শুধুমাত্র গলাবাজী ও প্রচারের জোরে পরম সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করেছে কিছু ধূর্ত স্বার্থপর মানুষ। কিন্তু যেভাবে শারিয়ার মত এক চরম নিষ্ঠুর, অযৌক্তিক ও অন্যায় আইনকে নির্লজ্জভাবে একেবারে আল্লার আইন বলে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তার যেন আর তুলনা নেই। অবস্থাটা আজ এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে বিশ্বের মুসলমান শারিয়ার নামে ভয়ে-ভক্তিতে মূর্ছা যাবেন কিন্তু শারিয়ার বইটা খুলে আইনগুলো দেখবেন না। জাতির তারুণ্য আজ মোটা মোটা বই পড়ে নানা বিষয়ে পন্ডিত হবেন, গল্প-কবিতার মোটা মোটা বই শেষ করে তার সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিশ্লেষণে শত শত ঘন্টা কাটাবেন কিন্তু মানুষের জীবন যেটা নিয়ন্ত্রন করে, জাতির এবং মানবজাতির জন্য যা প্রচন্ড হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই শারিয়ার বইটা খুলে আইনগুলো দেখবেন না বা কোরাণ-হাদিস-বিবেকের সাথে মিলিয়ে নেবেন না। চোখের সামনে শারিয়ার হিংস্রতায় মানুষের আর্তনাদ দেখেও সেটাকে নানা বাহানায় পাশ কাটিয়ে যাবেন, বলবেন, ওটা তো অজ্ঞ মূর্খ গ্রাম্য মোল্লার অপকর্ম।

না, ওগুলো অজ্ঞ মূর্খ গ্রাম্য মোল্লার অপকর্ম নয়। ক্রমশঃ প্রকাশ্য সেটা, এ নিবন্ধে। কিন্তু তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নিই যে ওগুলো অজ্ঞ মূর্খ গ্রাম্য মোল্লার অপকর্ম তাহলে প্রশ্ন ওঠে, সেক্ষেত্রে জামাত অজ্ঞ মূর্খ গ্রাম্য মোল্লার হাত থেকে শারিয়া-প্রয়োগের অবাধ ক্ষমতা কেড়ে নিল না কেন? এ প্রশ্নের জবাবের মধ্যে বুদ্ধিমানের জন্য নিদর্শন রয়েছে। "বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ" শারিয়া।

ছোটবেলা থেকে মেনে আসা অন্ধবিশ্বাসের কারাগারের অর্গল ভেঙ্গে মুক্ত হওয়া মানুষের জন্য আসলেই অত্যন্ত কঠিন। মনে মনে বুঝতে পারলেও মুখে বলাটা সহজ নয়, বিশেষ করে আমাদের আল্-ভোঁদড়ের খঞ্জরের দেশে। কিন্তু কাজটা না হলে মুসলমানের জন্য খবর আছে ইহকালেও, পরকালেও। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে জামাতিরা শারিয়া প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করেন, ভেবে দেখেন না যে তাঁদের এইসব উদ্ভট কান্ডকারখানার জন্য ভারতে হিন্দুরাজ আর ইসরাইলে ইহুদী-রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার নৈতিক অধিকার হারাচ্ছি আমরা। ইউরোপ-অ্যামেরিকা আর ক্যানাডা-অষ্ট্রেলিয়াতে সংখ্যাগরিষ্ট অমুসলমানরা যদি মুসলিম-বিরোধি তাদের শারিয়া বানিয়ে আমাদের ওপর প্রয়োগ করে তাহলে বিশ্ব-মুসলিমের কি অবস্থা দাঁড়াবে? আমাদের শারিয়া প্রয়োগ করব কিন্তু তোমরা তোমাদরটা করতে পারবে না, তা তো আর হয় না! জামাতের এই অসাধুতার জন্য সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের প্রচন্ড অসুবিধে হয়, মুখ দেখাতে লজ্জা হয়। জামাতের হিংস্রতা যে ইসলামই নয় তা বোঝাতে প্রাণান্ত হতে হয়।

বোঝার ওপরে শাকের আঁটিও আছে, আছে গোদের ওপর বিষফোঁড়া। একটু ক্ষমতা পেলেই জামাতিরা বিভিন্ন বাহানায় শারিয়ায় যা আছে আর যা নেই এই দু'টো মিলিয়ে সাধারণ মানুষের ওপর এত অত্যাচার করেছে যে বিশ্বের সামনে আজ ইসলাম আর মুসলিম দুটোই কলংকিত হয়ে পড়েছে। আজ যে পৃথিবীর সাধারণ শান্তিপ্রিয় অমুসলিমদের সামনে আমাদের আম-ছালা দু'টোই প্রায় বরবাদ হয়ে গেছে তার একমাত্র কারণ এই জামাত। আপনিই বলুন, মহা উল্লাসে মানুষ খুন করার অভ্যাস একমাত্র জামাত ছাড়া আর কোন ইসলামের আছে? জামাত ছাড়া আর কোন ইসলাম গণহত্যা-ধর্ষণকে ইবাদত মনে করেছে? জামাত ছাড়া আর কোন ইসলামের তথাকথিত "ইসলামি পুলিশ" আছে মানুষকে পেটানোর জন্য, জোর করে ইসলাম আদায় করার জন্য? জামাত ছাড়া আর কোন ইসলাম কথায় কথায় পশুর মত হুংকার ছাড়ে, রমজানে কাউকে খেতে দেখলে ধরে ধরে পেটায়, মতভেদ হলেই মুরতাদ ঘোষনা করে, বৌকে তালাক ঘোষনা করে? এই কি ইসলাম? এই ইসলাম চাই আমরা?

এসব বর্বরতা ছাড়াও ইসলামের এই "মালিকদের" আরও একটা রূপ আছে। সেগুলো এত হিংস্র যে দেখে শুনে

শিউরে উঠতে হয়। তাঁরা ‘‘ইসলাম বাঁচানো’’র তাগিদে মাথায় যা ঢোকে তা-ই প্রয়োগ করেন। শারিয়াতে না থাকলেও ইসলামের নামে সেই মাথাগুলোতে কি যে জঞ্জাল ঢোকে, আর মানুষ যে কি কষ্ট পায় তার কয়েকটা উদাহরন দিচ্ছি।

(১) ‘‘আল্লা মহান, মুহম্মদ তার নবী, আল্লা আমাদের দুরে রাখুক সমস্ত পাপ থেকে’’ এ কথা আবৃত্তি করতে করতে মুসলমান বালিকাদের অঙ্গ কেটে নেয়া হয় আফ্রিকার বিস্তীর্ণ দেশগুলোতে (হুমায়ুন আজাদ- নারী ১৯৭ পৃঃ)। কি ভয়ংকর প্রথা! সারা জীবনে মেয়েগুলো আর কোনদিনই যৌবনের আনন্দ উপভোগ করতে পারে না। ইংরেজীতে একে বলে এফ-জি-এম অর্থাৎ ফিমেল জেনিট্যাল মিউটিলেশন। বছরে বিশ লক্ষ মুসলমান নারী এ মারাত্মক হিংস্রতার শিকার হয়। শুনতে পাচ্ছেন, পাঠক? দু’চার ডজন নয়, প্রতিটি চব্বিশ ঘন্টায় ছ-য় হা-জা-র করে মুসলিম নারী এ বর্বরতার শিকার হচ্ছে ইসলামের নামে। -(রিডার্স ডাইজেষ্ট- আগষ্ট ১৯৯৯- শেষ পৃঃ। প্রতিবাদ করতে চাইলে বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থাকে সমর্থন করুন- www.who.int)।

(২) গত বছর সৌদি আরবের বালিকা-বিদ্যালয়ে আগুন লাগলে মেয়েগুলো আতংকে ত্রাসে বাইরে ছুটে আসার সময় মাথার স্কার্ফ হারিয়ে গেলে বাইরের গার্ড আর ‘‘ইসলামি পুলিশ’’ মিলে তাদের ডান্ডা দিয়ে পেটাতে পেটাতে আবার স্কুলের জ্বলন্ত বিল্ডিং-য়ের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। তাতে বেশ কিছু ছাত্রী পুড়ে মারা যায়।

(৩) পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জামাতি সরকার আইন করেছে যে ই-সি-জি আর আল্ট্রাসাউন্ড করতে হলে পুরুষ টেকনিসিয়ানের কাছে যেতে পারবে না, মেয়ে টেকনিসিয়ানের কাছে যেতে হবে। এদিকে সারা প্রদেশে মেয়ে টেকনিসিয়ান আছে মাত্র একজন। কিন্তু সরকারী খরচে মেয়ে-রোগীদের বাইরে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হলনা। ফলাফল? মা-বোনেরা আর্তনাদ করতে করতে মারা যাবেন, আর জামাত তার রাজনৈতিক ইসলামের জয়গান গাইবে।

(৪) সুদানে আইন পাশ হয়েছে যে নারী-পুরুষ একসাথে কাজ করতে পারবে না। কিন্তু মেয়েদের জন্য কোন কাজ আলাদা করে রাখা হয়নি। ফলাফল? বিধবা বা তালাক পাওয়া মায়েরা বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে অনাহার। আর সরকারী রেডিয়ো-টিভিতে রাজনৈতিক ইসলামের জয়গান।

সবাই জানে এগুলো শারিয়া নয়, মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব দিয়ে এগুলোকে জামাত ক’মাসের মধ্যে উচ্ছেদ করতে পারত। কিন্তু জামাত প্রতিবাদ তো দুরের কথা টুঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করে না। মুসলিম বিশ্বে এরকম বহু উদাহরণে মুসলমানের মুখে কালি পড়ছে অনবরত। কিন্তু জামাতের হুঁশ তো নেই-ই, বরং তার ইসলাম বাঁচানোর উল্লাসে কান পাতা দায়। এই ইসলাম চাই আমরা? না, চাই না। আল্লা-রসুলের নামে এইসব জঘন্য অত্যাচার কোত্থেকে উঠে আসে তা দেখতেই হবে আমাদের। বর্তমান বিশ্বে বিশ্ব-জামাত আর অ্যামেরিকা-বৃটেনের দানবীয় পররাষ্ট্রনীতি মানবজাতির প্রধান দু’টো শত্রু বটে, কিন্তু তাই বলে এদের একের বিরুদ্ধে অন্যের প্রতি সমর্থন জানানোটাও হবে মারাত্মক আত্মপ্রবঞ্চনা। অ্যামেরিকা-বৃটেনের কুটিল পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে বিশ্বের অনেক মনিষী অক্লান্ত কাজ করে চলেছেন, আমরা করছি জামাতের বিরুদ্ধে। যতদিনই লাগুক, মানুষের শুভবুদ্ধির কাছে এ দুই দানবই একদিন পরাজিত হতে বাধ্য।

শয়তানকে চিনতে মুসলমানেরা বড্ড ভুল করেছে, শয়তানকে বোকা মনে করেছে। তার আসল কাজ কি? তার আসল কাজই হল মুসলমানের ক্ষতি করা। এবং সে খুবই বোঝে যে শত্রুর বেশের চাইতে বন্ধুর বেশেই কাজটা সে করতে পারবে ভালো। সে খুবই জানে যে ইহুদী-খ্রীষ্টানের বেশে সে খুব একটা সুবিধে করতে পারবে না কারণ ওদিকে মুসলমানদের সজাগ চোখ আছে। সে এ-ও জানে যে দাঁড়ি-টুপি-আলখাল্লা দেখলেই মুসলমানের মনটা নরম হয়ে যায়। আর তার সাথে দু’টো মুখস্থ করা কলমার সাথে মুখস্থ করা বাংলা অনুবাদ হলে তো কথাই নেই, জামাতির একেবারে বিশ্ব-বিজয়। কাজেই মুসলমানের ওপর মরণছোবলটা মেরেছে সে ওদিক দিয়েই, জামাতির বেশে। আল্লার আইনের নামে সে তার নিজের আইন এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে যে আজ চোখের যামনে নিরপরাধের আর্তনাদ হাহাকার শুনেও মুসলমানের চোখ খোলে না। মুরতাদ, পাথর আর নারীসাক্ষী নিবন্ধগুলোতে পরিষ্কার দেখানো হয়েছে শারিয়া আইনগুলো কি রকম নিষ্ঠুর, অন্যায় ও ইসলামের খেলাফ।

এবারে সরাসরি দেখা যাক শারিয়ার অন্যান্য আইনগুলো, কেন এটা আল্লার আইন হতে পারে না। অন্য নিবন্ধের কিছু তথ্য এখানে পুনরাবৃত্তি হবে কারণ কিছু আইন দু’টো বিষয়ের সাথেই সংশ্লিষ্ট।

ক্রমশঃ